নতুন দিন

জামিল হাসান সুজন

"অল সাফারিং সুন টু এন্ড।" ক্যাম্পসীর ব্যস্ততম অ্যাঙ্গাক চত্তরে সেদিন এক ভদ্রলোক এই শিরোনামে ছোট্ট একটি চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিল। এটি একটি ধর্মীয় প্রচারণা। লেখনীতে রয়েছে বাইবেলের কিছু বাণী। পুরো লেখাটি পড়ে খুব ভাল লাগলো। মূল বক্তব্য হচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যুদ্ধ, দারিদ্র, দুর্ঘটনা, অপরাধ, অবিচার, অসুস্থতা, এবং মৃত্যু ইত্যাদি কারণে কষ্ট ভোগ করে চলেছে। গত শতাব্দীতে এর পরিমাণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবের কি শেষ নেই? উত্তর হলো, হ্যাঁ, এবং খুব শীঘ্রই! বাইবেল বলছে, অসৎ ও মন্দ লোকেরা আর থাকবেনা- - - তৎপরিবর্তে নম্র ও ধৈর্য্যশীল মানুষেরা এই পৃথিবীর রাজত্ব গ্রহণ করবে। তখন এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নেমে আসবে।

ভারী সুন্দর কথা। কথাগুলো পড়ে বাংলাদেশের কথা মনে হলো। সেখানে এখন অবিশ্বাস্য রকম কার্যকলাপ চলছে। এই কিছুদিন আগেই যারা দেশটাকে নিজের মামার বাড়ি মনে করে হরিলুট ও আরাজকতার মহোৎসবে মেতে ছিল আজ তারা কুপোকাত। বড় বড় রাঘব বোয়াল আর মহাজনদের বড়ই দুর্দিন এখন । ঠিক এরকম একটি পরিবেশের ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছিল। ধ্বংস প্রাপ্ত এই দেশটাকে উন্নত ও সুন্দর করার জন্য যে মানুষগুলো সাহসী ও মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের সাধুবাদ জানায়। জয়তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সাবাস বর্তমান প্রধান সামরিক কর্মকর্তা!

মানুষের মন থেকে শাসকদের প্রতি বিশ্বাস উবে গিয়াছিল একেবারে। আবার তা ফিরে আসতে শুরু করেছে।
দুঃসময় পেরিয়ে সুসময় বোধ করি এগিয়ে আসছে।

পাশাপাশি মানুষের মনে একটা তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কখন কোন্ ভুলে, কোন্ জালে কে কিভাবে জড়িয়ে যাবে তার জন্য বিস্তর চিন্তা রয়েছে। এই যে ভয়, অন্যায় করলে সাজা হবে, দূর্নীতি করলে শাস্তি হবে - এই আতঙ্কের দরকার ছিল। এত দিন যার যা খুশি ইচ্ছেমত করেছে। এখন কেউ কিছু করতে গেলে একটু ভাবনা চিন্তা করেই করবে।

প্রথম কথার সূত্র ধরেই বলি- অল সাফারিং সুন টু এন্ড। আসলেই কি তাই ঘটবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে? সকল দুঃখ ক্লেশের কি শীঘ্রই পরিসমাপ্তি ঘটবে?

হোপ্ ফর দ্য বেষ্ট।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২০/০২/২০০৭